জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মার্চ ২০২৩

জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মার্চ ২০২৩

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এখনো দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং গ্রামীণ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবিকার মূল উৎস কৃষি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব সূচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নগদ ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কৃষকের মাঝে সেচযন্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে প্রথমবারের মতো ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্ট পাম্প, ২ হাজার ৯ শত গভীর নলকূপ এবং ৪ হাজার অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। আধুনিক কৃষি যন্ত্র সম্প্রসারণে এটি ছিল ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের অব্যাহত কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে কৃষিতে সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করা। সনাতন পদ্ধতির কৃষিতে ফসল উৎপাদনে খরচ অনেক বেশি ও সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া, বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তরুণেরা কষ্টসাধ্য, কায়িক শ্রমনির্ভর কৃষি কাজের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ফসলের মাঠে শ্রমসংকট ও প্রাণিশক্তি সংকট দিন দিন প্রকট আকার দেখা দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিকে ব্যয় সাশ্রয়ী, শ্রম সাশ্রয়ী করে লাভজনক পেশায় পরিণত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারাদেশে ৫০% ও হাওর-উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলছে। এটি সারা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। এছাড়া, সরকার প্রথমবারের মতো 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০' প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় উপযোগী যন্ত্রপাতি স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ কর্তৃক তৈরি করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি আমদানি খাতকেও উৎসাহিত করার বিষয়ে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি এ কর্মপরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ী ও লাভজনক পেশায় পরিণত হবে, যা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা এই বাংলায় অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। চিরাচরিত এ বাংলায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত শক্তির মূল উৎস শ্রম ও প্রাণিশক্তি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে শ্রম ও প্রাণিশক্তির বিপরীতে যন্ত্র শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি শ্রমিকের সংকট মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদনকে টেকসই করার নিমিত্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই। কৃষকদের যন্ত্র ক্রয় সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, বৈচিত্র্যময় ফসলের উপযোগী যন্ত্রের অপ্রতুলতা, দক্ষ যন্ত্র চালক ও মেকানিকের অভাব কৃষি যন্ত্রের প্রসার বিলম্বিত করছে। সকল বিষয় বিবেচনায় এনে সাশ্রয়ী মূল্যে যন্ত্র ক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি, যন্ত্র সহজলভ্যকরণ, চাষাবাদের সকলক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ এবং যন্ত্রভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি সবই এখন সময়ের দাবি।

চিরাচরিত খোরপোশ কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক ও লাভজনক কৃষির অগ্রযাত্রায় যান্ত্রিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইতোমধ্যেই সরকারি উদ্যোগে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কৃষি যন্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক কৃষি যন্ত্র যেমন- ফসল কর্তন ও মাড়াইয়ে কম্বাইন হারভেস্টার, ধানের চারা রোপণে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ধান শুকানো যন্ত্র ড্রায়ারসহ প্রায় ১২ ধরণের যন্ত্র কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে দেশে হেক্টর প্রতি যন্ত্র শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। যন্ত্র সরবরাহ সহজলভ্যতার ফলে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। যা অব্যাহত রাখা ও আরও গতিশীল করার লক্ষ্যেই প্রথমবারের মতো 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০২০' প্রণীত হয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালায় বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণীত হয়েছে এবং এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয় ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন কৌশলও নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যারা কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওয়াহিদা আক্তার)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	ভূমিকা	০১
২.০	কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০২
৩.০	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বর্তমান অবস্থা	০২
৪.০	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	০৪
৫.০	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সহায়ক পরিবেশ	০৫
৬.০	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মপরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স	০৬
৭.০	নীতিমালা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও সমন্বয়	২০
৮.০	অন্যান্য প্রাধিকার	২১
৯.০	উপসংহার	২১
পরিশিষ্ট-১	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা	২২
পরিশিষ্ট-২	কৃষি যন্ত্রপাতির অবস্থা ও ২০২৫, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের প্রক্ষেপণ	২৩
পরিশিষ্ট-৩	মনিটরিং কাঠামো	২৪
পরিশিষ্ট-৪	'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি	২৫
পরিশিষ্ট-৫	'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা' খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য গঠিত উপ-কমিটি	২৬

জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

১। ভূমিকা

১.১ অধিকতর দক্ষতা এবং শ্রম ও সময় সাশ্রয়ী উপায়ে কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে মানুষ ও প্রাণিশক্তির ব্যবহার হ্রাস করে অধিক পরিমাণে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বলা হয়। যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষি কাজে ব্যবহৃত উপকরণ, সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়। সেই সঙ্গে ফসল আবাদের দক্ষতা, নিবিড়তা, উৎপাদনশীলতা ও শস্যের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি কাজ লাভজনক হয়। এছাড়াও প্রতিকূল পরিবেশে যন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদন নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

১.২ বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সূচনা হয় কৃষকদের মাঝে সরকারিভাবে যন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে (১৯৫১) যান্ত্রিক চাষাবাদ শুরু হয় এবং সরকারি উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে ট্রাক্টর, শক্তিচালিত পাম্প এবং স্প্রেয়ার বিতরণের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রের প্রচলন করা হয়। ১৯৭০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গবাদি প্রাণীর ব্যাপক প্রাণহানির পরিপ্রেক্ষিতে উপদ্রুত এলাকায় চাষাবাদের জন্য সীমিত সংখ্যক ট্রাক্টর এবং পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে দ্রুততম সময়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো নামমাত্র মূল্যে ভর্তুকি দিয়ে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্ট পাম্প, ২ হাজার ৯ শত গভীর নলকূপ এবং ৩ হাজার অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। আধুনিক কৃষি যন্ত্র সম্প্রসারণে এটি ছিল ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

১.৩ ১৯৮৮ সালে সারা দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় ফসল ও প্রাণিসম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি যন্ত্র আমদানির উপর শুল্ক প্রত্যাহার, আমদানিকৃত কৃষি যন্ত্রপাতির মান পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা শিথিল ও এককভাবে সরকারি খাতে আমদানি করার পরিবর্তে বেসরকারি খাতে আমদানিকারকদের উৎসাহিত করা হয়। ফলে ব্যক্তি খাতের আমদানিকারকগণ ব্যাপকভাবে ছোট ইঞ্জিন ও পাওয়ার টিলার আমদানি করা শুরু করেন, যা দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলে।

১.৪ বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় একদিকে শ্রমসংকট অন্যদিকে কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয় বলে কৃষকদের স্বল্প শিক্ষিত সন্তানেরাও প্রচলিত কায়িক শ্রম নির্ভর কৃষি কাজের প্রতি আগের মতো উৎসাহ পান না। ফলে গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত তরুণরা কৃষিতে আগের মতো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এ তরুণদের কৃষির প্রতি আরো আগ্রহী করে তোলা সম্ভব। এ জন্য সরকারের অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকিং খাতকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১.৫ চিরায়ত খোরপোশ কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষির রূপান্তরে যান্ত্রিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাণিজ্যিক কৃষির অগ্রযাত্রায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এখন একটি সময়ের দাবী। ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রসার লাভ করেছে মেকানিক সার্ভিস ও সেবা কেন্দ্র। দেশে এখন জমি কর্ষণ, সেচ, ফসল মাড়াই ও কীটনাশক ছিটানো প্রায় পুরোটাই যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। তবে রোপণ, বপন, সার প্রয়োগ, ফসল কর্তন ইত্যাদি কাজ এখনও পুরোপুরি যন্ত্রের সাহায্যে করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সরকারের অনুকূল নীতি সমর্থনের ফলে হেক্টর প্রতি যন্ত্রশক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির আরো সুযোগ রয়েছে। যন্ত্র সরবরাহ এবং সহজলভ্যতার ফলে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে যা অব্যাহত রাখা এবং আরো গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.৬ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন, কৃষি পেশাকে আকর্ষণীয় করা, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০’ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিধায় মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেচ বিষয়াদি এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

১.৭ ‘জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০’ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ১৪ (চৌদ্দ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)। কমিটি ইনহাউস ডিসকাশন, স্টেকহোল্ডার আলোচনার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করণের জন্য ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি (পরিশিষ্ট-৫) গঠন করা হয়। উপ-কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত খসড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০’ তথা সরকারের কৃষি নীতি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীতব্য কার্যক্রম তুলে ধরা।

২.০ কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০' এবং 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা' পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, তাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই।

২.১ লক্ষ্য

২.১.১ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খামারের ক্ষুদ্র আয়তন ও খণ্ডিত জমি এবং মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী কৃষকবান্ধব কৃষি যন্ত্রপাতির প্রচলন উৎসাহিত করা।

২.১.২ বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি কর্ম ও পেশাকে অধিকতর দক্ষ, ঝুঁকিমুক্ত ও সহজসাধ্য করা।

২.১.৩ লাভজনক, বাণিজ্যিক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ গতিশীল করা।

২.২ উদ্দেশ্য

২.২.১ কৃষক পর্যায়ে ব্যয় সাশ্রয়ী ও মুনাফা বৃদ্ধিকারী কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা।

২.২.২ কৃষি শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

২.২.৩ শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

২.২.৪ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করা যাতে সার্বিকভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়ে।

২.২.৫ কৃষি যন্ত্রপাতির উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

২.২.৬ স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের উৎসাহিত করা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য সহায়তা প্রদান করা।

২.২.৭ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, ভাড়ায় যন্ত্র সেবা প্রদানকারী ও কৃষকদের সহজ ও বিশেষায়িত ঋণ সুবিধা সহজলভ্য করা।

২.২.৮ স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের মান ঘোষণা ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে মান নির্ধারণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

২.২.৯ মাঠ ফসল ছাড়াও উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল চাষে যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা।

২.২.১০ কৃষি যন্ত্রপাতির সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ বহুমূখী ব্যবহার এবং মেরামত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পঞ্চাশের দশকে শুরু হলেও মূলতঃ বিগত দুই দশকে এর উল্লেখযোগ্য বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে দেশে জমি তৈরি, সেচ, শস্য মাড়াই ও মিলিং এর কাজে যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হলেও অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন বীজ বপন, রোপণ, কর্তন, শুকানো, পরিস্কারকরণ ও গুদামজাতকরণে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া সবজি ও ফল এর ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ যথেষ্ট পিছিয়ে। সারণী-১ এ দেশে কৃষি যন্ত্রের বর্তমান অবস্থা বর্ণিত হলো।

সারণী ১: কৃষি যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	কৃষি যন্ত্রের সংখ্যা (২০২১)
১.	কৃষি কাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন	২৮,০০,০০০
২.	পাওয়ার টিলার	৭,৫০,০০০
৩.	ট্রাক্টর	৬০,০০০
৪.	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	১,১২০
৫.	সিডার	১০,০০০
৬.	বেড প্লান্টার	৪,০০০
৭.	দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১,৮০০
৮.	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১৮,০০০
৯.	স্প্রেয়ার	১৫,০০,০০০
১০.	সেচ পাম্প	১৭,৫৩,৪৫২
১১.	সোলার পাম্প	৫,৫০০
১২.	কম্বাইন হারভেস্টার	৬,০০০
১৩.	উইডার	২,৫০,০০০
১৪.	রিপার	৮,০০০
১৫.	জুট রিবনার	৪০,০০০
১৬.	ওপেন ড্রাম থ্রেসার	১,৫০,০০০
১৭.	ক্লোজড ড্রাম থ্রেসার	২,২০,০০০
১৮.	ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র	৪৮,৫০০
১৯.	আখ মাড়াই যন্ত্র	৫০,০০০
২০.	উইনোয়ার	২,০০০
২১.	ড্রায়ার	৫০০
২২.	ফসল (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, মসলা) ভাঙ্গানো যন্ত্র	৩০,০০০
২৩.	স্ট্র চপার	১,৫০,০০০

সূত্রঃ বারি, ব্রি, বিজেআরআই, বিএডিসি, বিএমডিএ ও ডিএই

৪.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

ক্রমিক নং	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ	সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ
১।	**ছোট খামার ও খণ্ড খণ্ড জমি:** বাংলাদেশে খামারের আয়তন ছোট এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। ফলে খণ্ডিত জমিতে চাষ, বপন, রোপণ, কর্তন ইত্যাদিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেশ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এমনকি ছোট ও মাঝারি আকারের কৃষি যন্ত্রের পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।	কৃষিকে শ্রম, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী করে যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রচলন করার নিমিত্ত বর্তমান সরকারের গৃহীত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলটিং আকারে ৩০০ উপজেলায় ৩০০টি ৫০ একর জমিতে যান্ত্রিক খামার তথা সমলয় চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি কৃষক কর্তৃক লাভজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা হবে।
২।	**কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** ধাতব কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় এবং বিশ্বব্যাপী ধাতব কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এবং কৃষি যন্ত্রের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অধিকাংশের নিজ অর্থায়নে ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্র ক্রয় করার সামর্থ্য সীমিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তি সহজ নয়। ফলে আধুনিক কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে কৃষকদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক **১২** ধরণের কৃষি যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ শেলার, ড্রায়ার, সিডার/বেডপ্লান্টার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, পাওয়ার উইডার, ক্যারোট ওয়াসার ইত্যাদি) হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ভর্তুকিতে এবং সমতল এলাকায় ৫০% ভর্তুকিতে যন্ত্র সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ভর্তুকি টাকা ব্যতিত অবশিষ্ট অর্থ কৃষক যেন সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৩।	**কৃষি যন্ত্রের বিক্রয়োত্তর সেবার অপ্রতুলতা:** দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে মানসম্মত সেবা প্রদানকারী (মেকানিক ও কারখানা) ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। ফলে, ফসল মৌসুমে কৃষি যন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিছু কৃষি যন্ত্রের আমদানি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। তাছাড়া যন্ত্রসমূহ মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় অব্যবহৃত থাকে।	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের ভর্তুকি মূল্যে যন্ত্র সরবরাহকারী তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহকারী যন্ত্রের বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এই সকল আধুনিক যন্ত্রসমূহকে মাঠ পার্যায়ে টেকসই করার নিমিত্ত গ্রামীণ পর্যায়ের স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন মেকানিকদের ২৮ দিন ব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ আধুনিক কৃষি যন্ত্রের চালক ও মেকানিক হিসেবে প্রস্তুত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সমস্ত যন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির পাশাপাশি আমাদের শিল্পপল্লী হিসেবে গড়ে উঠা বগুড়া, যশোর ও কুমিল্লায় স্থানীয়ভাবে ফাউন্ড্রি শিল্পের উদ্যোক্তাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।
৪।	**কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা:** কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম আধুনিক কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কৃষক পর্যায়ে যন্ত্র প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ও দক্ষতা পৌঁছে দেয়ার মতো প্রশিক্ষিত জনবল প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত গড়ে ওঠেনি।	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের জ্ঞান নির্ভর প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি নিরসনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় মাঠ পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের কাজ করার নিমিত্ত কৃষি প্রকৌশলীদের নতুন পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করছে।
৫।	**স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনে আধুনিক মূলধনী যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের অভাব:** বিগত কয়েক দশকে স্থানীয় পর্যায়ে বিকশিত হওয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কৃষিযন্ত্র ও যন্ত্রাংশের উৎপাদন কারখানায় মূলত পুরনো	স্থানীয় পর্যায়ে বিকশিত হওয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কৃষিযন্ত্র ও যন্ত্রাংশের উৎপাদন কারখানায় মূলত পুরনো মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কর্মরত বিষয় ভিত্তিক জনবলের (অপারেটর, টেকনিশিয়ান, মেকানিক ইত্যাদি) কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে। বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী'র নজরে আসার পর তিনি সশরীরে

ক্রমিক নং	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ	সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ
	মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কর্মরত বিষয় ভিত্তিক জনবলের (অপারেটর, টেকনিশিয়ান, মেকানিক ইত্যাদি) কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে। এমনকি তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। ফলে মানসম্মত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের উৎপাদন ব্যাহত হয়।	উক্ত শিল্পাঞ্চল (বগুড়া, যশোর, সিলেট) সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতিগুলি কিভাবে মান সম্মত করা যায় এবং এ বিষয়ে সরকারের কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা নির্ধারণের জন্য উদ্যোক্তা, সুবিধাভোগী ও নীতি নির্ধারকদের সাথে একটি মতবিনিময় কর্মশালাও সম্পন্ন করেছেন।
৬।	**আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির গুণগত মান ঘোষণা ও নির্ধারণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি:** বর্তমানে আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির মান ঘোষণা ও নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারের কারণে কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।	বর্তমানে আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির মান ঘোষণা ও নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় একটি কৃষি যন্ত্রপাতি টেস্টিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির মান পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কিছু যন্ত্র স্থাপন করা হলেও চালু করা সম্ভব হয়নি যা অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কিছু যন্ত্রপাতি টেস্টিংয়ের কিছু সুযোগ রয়েছে। এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।
৭।	**আধুনিক কৃষি যন্ত্র ব্যবহার উপযোগী গ্রামীণ অবকাঠামোর অভাব:** সকল অঞ্চলে কৃষি যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে চলাচল উপযোগী রাস্তাঘাট সুবিধা ও খামার রাস্তা অপ্রতুল।	সকল অঞ্চলে কৃষি যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে চলাচল উপযোগী রাস্তাঘাট সুবিধা ও খামার রাস্তা অপ্রতুল রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষ আবাদের পরিবর্তে সমবায়ভিত্তিক তথা সমলয় বা যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রচলন করা গেলেই এ অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।
৮।	**প্রাকৃতিক দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব:** বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে হাওর ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায়ই ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব অঞ্চলে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশ কষ্টসাধ্য।	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা থেকে দ্রুত ফসল কর্তনের নিমিত্ত আধুনিক কৃষি যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ৭০% ভর্তুকিতে বিতরণের মহতী উদ্যোগ সরকার ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে অত্র এলাকা ফসল অগ্রিম রোপণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি এড়ানোর বিষয়টিও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।
৯।	**এলাকাভিত্তিক মাটির ভার বহন ক্ষমতার ভিন্নতা:** এলাকাভিত্তিক মাটির ধরনের পার্থক্যের কারণে সকল অঞ্চলে সমভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় না।	এলাকাভিত্তিক মাটির ভারবহন ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানিকৃত যন্ত্রসমূহের সময় উপযোগী কাষ্টমাইজ করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সহায়ক পরিবেশ

৫.১ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

৫.২ সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী গ্রুপ তৈরি ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষি যন্ত্রপাতির সেবাদানকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে ওঠায় ন্যূনতম খরচে ফসল উৎপাদনে কৃষিযন্ত্র সেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষক ও সেবাদানকারী উভয়েই লাভবান হচ্ছেন।

৫.৩ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কৃষিযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় মেরামত কারখানা গড়ে ওঠায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার বান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠছে। ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং বিপণনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

৫.৪ কৃষি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের আমদানি, বিপণন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে।

৫.৫ কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মপরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ২০২৫, ২০৩০ ও ২০৪১ এর অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নরূপ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	**৬.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কৌশল*** ৬.১ কৃষি যন্ত্র জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ: ৬.১.১ উপযুক্ত কৃষি যন্ত্র বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ক. লাগসই আধুনিক যন্ত্র জনপ্রিয়করণ ১. মাঠ প্রদর্শনী (সংখ্যা) ২. মাঠ দিবস (সংখ্যা) ৩. কৃষকের অভিজ্ঞতা বিনিময় (সংখ্যা) ৪. কর্মশালা ও কৃষি মেলা (সংখ্যা) ৫. প্রচার মাধ্যমে সম্প্রচার (সংখ্যা) ৬. প্রচার পত্র বিলি (সংখ্যা)	১৫০০০ ১২০০০ ৮০০০ ১৫০০ ৩০০০ ১৫০০০০	২০০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ২০০০ ৫০০০ ৩০০০০০	৫০০০০ ৪০০০০ ২৫০০০ ৫০০০ ৮০০০ ৫০০০০০	৮০০০০ ৮০০০০ ৪০০০০ ৮০০০ ১৫০০০ ৮০০০০০	মাঠ পরিদর্শন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, উপস্থিত তালিকা, ছবি	কৃষি সম্প্রসারণ অধদিপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
২	**৬.১.২ কৃষি যন্ত্র সরবরাহ ও ব্যবহার সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্রদান-** ক. মানসম্মত আধুনিক কৃষি যন্ত্রের প্রণোদনার হার নির্ধারণ (সমতল ভূমিতে) খ. স্বল্পসময়ে ব্যবহার্য আধুনিক যন্ত্রের (যেমন: কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ইত্যাদি) প্রণোদনা বৃদ্ধিকরণ (সমতল ভূমিতে) গ. ঝুঁকিপুর্ণ ও অনগ্রসর এলাকায় কৃষককে উচ্চ হারে প্রণোদনা প্রদান ঘ. দেশীয় উৎপাদিত কৃষি যন্ত্র সরবরাহে সরকারি প্রণোদনার নিশ্চিতকরণ (মোট যন্ত্রের শতকরা হার) ঙ. যন্ত্রের চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে প্রণোদনার হার পুন:নির্ধারণ (প্রয়োজন হলে) চ. যন্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থা স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা (মোট যন্ত্রের শতকরা হার) ছ. প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিং জোরদারকরণ (প্রয়োজনমত আন্ত: মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংস্থাভিত্তিক মনিটরিং)	৫০% ৫০% ৭০% - - - -	৫০% ৫০% ৭০% ২০% - ২০% -	৫০% ৫০% ৬০% ২৫% - ৫০% -	৪০% ৪০% ৫০% ৪০% - ১০০% -	প্রকল্প দলিল, বরাদ্দপত্র, যন্ত্র বিক্রয়ের ক্যাশমেমো/ চালান সভার কার্যবিবরণী	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধদপ্তির, কৃষি গবষেণা প্রতষ্ঠিান, অর্থলগ্নী ও আইটি সংস্থা
৩	**৬.১.৩ কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান:** ক. কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে কৃষিঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ: - ক্রয়কৃত যন্ত্রকে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানে জামানত রেখে ঋণ প্রদান	-	-	-	-	সরকারি নির্দেশনা/ পরিপত্র, ব্যাংকের পরিপত্র	কৃষি মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান

*আগামী ২০২৫, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের মধ্যে চাষাবাদের আওতাধীন জমির যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যমাত্রা (পরিশিষ্ট-১) ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রের চাহিদা (পরিশিষ্ট-২) এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	খ. হাওড়, উপকূল, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চলে ন্যূনতম হারে ঋণ সুবিধা প্রদান (সুদের হার)।	৯%	৪%	৪%	৪%		
	গ. স্বল্প সময় ব্যবহার্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র ক্রয়ে (কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ইত্যাদি) ন্যূনতম সুদে সুবিধা প্রদান (সুদের হার)	৯%	৪%	৪%	৪%		
	ঘ. কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে কৃষি ঋণ প্রাপ্তির উৎসসমূহ কৃষকদের অবহিতকরণ ও ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা (প্রচারপত্র, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার (সংখ্যা)	-	১০০০০	২৫০০০	৫০০০০		
৪	**৬.১.৪ কৃষি যন্ত্র আমদানি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্র বাজারজাতকরণে শুল্ক নির্ধারণ:** ক. আমদানি ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রের বিপণনে প্রতিযোগিতামূলক শুল্কহার নির্ধারণ	৭.৫%	আমদানি ৭.৫% স্থানীয় ২.৫%	আমদানি ৭.৫% স্থানীয় ২.৫%	আমদানি ৭.৫% স্থানীয় ২.৫%	সরকারি নির্দেশনা/ পরিপত্র, আয়কর ও ভ্যাট, জমাদানের ডকুমেন্ট ও কাস্টমস এর ছাড়পত্র	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর ও ট্যারিফ কমিশন
	খ. ট্রান্সপ্লান্টার ও কম্বাইন হারভেস্টারের যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন উৎসাহিতকরণ (পাওয়ার টিলার, থ্রেসার, সিডার উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ/কাঁচামাল আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ১% এবং সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত)	১১%	১%	১%	১%		
	গ. দেশীয়ভাবে কৃষি যন্ত্র ব্যবহার উৎসাহিত করতে সকল কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাসকরণ (শুল্ক হার)	১১%	১%	১%	১%		
	ঘ. ট্রান্সপ্লান্টার ও কম্বাইন হারভেস্টার আমদানি ও উৎপাদনে (স্প্রেয়ার ও পাওয়ার টিলারের ন্যায়) সমুদয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করতে হবে (শুল্ক হার)	১১%	১%	১%	১%		
	ঙ. আধুনিক যন্ত্রের যন্ত্রাংশ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট শিল্পকে প্রতিরক্ষণ ও সার্ভিসিং সুবিধা সম্প্রসারণে প্রণোদনা দিতে হবে (প্রণোদনার হার)	-	৫০%	৪০%	২৫%		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	**৬.১.৫ সকল স্তরে কৃষি যন্ত্র সম্প্রসারণে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ:**					সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো, নিয়োগপত্র	কৃষি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর, বিএডিসি ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
	ক. মাঠ পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রের কারিগরি সহায়তা সম্প্রসারণে ডিএইতে কৃষি প্রকৌশল উইং সৃষ্টি নিশ্চিতকরণ (সংখ্যা)	-	১	১	১		
	খ. একই সাথে মাঠ উপযোগী আমদানিকৃত যন্ত্র দেশীয় উপযোগীকরণে কৃষিভিত্তিক সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পুর্ণাঙ্গ কৃষি প্রকৌশল উইং সংশ্লিষ্ট (সংখ্যা)	৩	৫	৬	৬		
	গ. কেন্দ্রিয়ভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা (সংখ্যা)	-	১	১	১		
	ঘ. সংশ্লিষ্ট উইং সমূহে জনবল নিয়োগ/বৃদ্ধি করা (সংখ্যা)	২২২	৫০০	৬০০	১০০০		
৬	**৬.২. কৃষি যন্ত্র সেবা প্রদানকারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি:** ৬.২.১ ভাড়ায় যন্ত্র সেবা প্রদান:					ঋণ সহায়তায় ব্যাংকিং ডকুমেন্ট, দর্শনীয় অবকাঠামো, ছবি, তালিকা	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি কৃষি গবেষণা এবং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা
	ক. ভাড়ায় যন্ত্র সেবা প্রদানকারী উদ্যোক্তাদের যন্ত্র ক্রয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান (সুদের হার)	-	৪%	৪%	৪%		
	খ. যন্ত্র সংরক্ষণে ভৌত অবকাঠামো তৈরি (সংখ্যা)	৮০০	১০০০	১২০০	২০০০		
	গ. কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে প্রণোদনা সহায়তার হার বৃদ্ধিকরণ	৫০-৭০%	৭০%	৬০%	৫০%		
	ঘ. কাস্টম হায়ারিং/সিঙ্গেল শেড সার্ভিস সেন্টার তৈরি (সংখ্যা)	৪০০	৫০০	১০০০	২০০০		
	৬.২.২ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:					প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা, ছবি, ঋণ সহায়তায় ব্যাংকিং ডকুমেন্ট, দর্শনীয় অবকাঠামো	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি কৃষি গবেষণা ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান
	ক. সেবা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১২০০	২০০০	৩০০০	৫০০০		
	খ. চালক ও মেকানিক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৫০০০	১০০০০	১৫০০০	২৫০০০		
	গ. সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	২০০০	৩০০০	৪০০০	৫০০০		
	ঘ. কৃষক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১০০০০	২০০০০	৫০০০০	১০০০০০		
	কৃষি যন্ত্র প্রস্তুতকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:						
	ক. সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান (সুদের হার)	-	৪%	৪%	৪%		
	খ. সরকারিভাবে আধুনিক কৃষিযন্ত্র প্রস্তুত সুবিধা সমন্বিত কারখানা তৈরি (হিট ট্রিটমেন্ট, ফাউন্ড্রি ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত (মেশিন সুবিধা) (সংখ্যা)	১	৪	৮	১০		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭	**৬.২.৩ সেবা কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিতকরণ:**					প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা, ছবি, পরিদর্শন, দর্শনীয় অবকাঠামো	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
	ক. মাঠ পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যন্ত্রভাড়া কেন্দ্র স্থাপন (সংখ্যা)	৪০০	৫০০	১০০০	২০০০		
	খ. মাঠ পর্যায়ে মেকানিক ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা (সংখ্যা)	৫০০	৭০০	১০০০	২০০০		
	গ. মাঠ পর্যায়ে খুচরা যন্ত্রাংশ সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা (সংখ্যা)	৫০০	৭০০	১০০০	১৫০০		
	৬.২.৪ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা:						
	ক. ডিএই/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের আধুনিক কৃষিযন্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	১৬	৩৫	৪০	৫০		
	খ. সম্প্রসারণ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মেকানিকদের প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৫০০	১০০০	১৫০০	২০০০		
	গ. গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের কৃষি যন্ত্রপাতি ওয়ার্কসপে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	২৫	৫০	১৫০	৪০০		
	ঘ. স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ওয়ার্কসপে কর্মরত ও কারিগরি জনবলের কারিগরি প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১০০০	১৫০০	২০০০	৪০০০		
৮	**৬.২.৫ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ:**					প্রশিক্ষণের তালিকা, ছবি, পরিদর্শন, প্রতিবেদন	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
	ক. কৃষি যন্ত্রের সেবা প্রদানকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের যন্ত্র ব্যবহারের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা অবহিতকরণ (সংখ্যা)	৫০০	১০০০	২০০০	৫০০০		
	খ. যন্ত্র ব্যবহারের জন্য ফসল মাঠের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কৃষক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১০০০০	২০০০০	৪০০০০	৮০০০০		
	গ. মেকানিকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	৫০০০	১০০০০	১৫০০০	২৫০০০		
	ঘ. যন্ত্র মেরামত কারখানা/ওয়ার্কসপে কর্মরত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কসপে কর্মরত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	৫০০	১০০০	১৫০০	২০০০		
	বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ :						
	ক. মাঠ উপযোগী যন্ত্র প্রাপ্তিতে উদ্ভাবন ও এডাপটেশন বিষয়ে গবেষকদের প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৪৫	৫০	৬০	১০০		
	খ. মাঠ উপযোগী যন্ত্র প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্প্রসারণ কর্মীদের উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	২০০০	৩০০০	৪০০০	৫০০০		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	**৬.২.৬ ভাড়ায় যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা** ক. যন্ত্র ভাড়ায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে শ্রম ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করে যন্ত্রের ভাড়া নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ (টাকা) খ. ফসলের কত অংশ যন্ত্রের মালিক পাবে তা স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করতে হবে	যন্ত্র, ফসল, কাজ ও স্থানভেদে ভাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ ফসলের এক চতুর্থাংশ	- -	- -	- -	এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী ও ভাড়ার চার্ট	উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটি ও ভাড়ায় সেবা দানকারী উদ্যোক্তা
১০	**৬.৩ যন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহারে চাষের জমি সমন্বয় ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:** ক. খণ্ড খণ্ড জমির মালিকদের একত্রিত করে সমলয় চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চাষের এলাকা বৃদ্ধিকরণ (মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা হার) খ. একই জাতীয় চাষাবাদে এলাকা বৃদ্ধিতে যন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করণের ব্যবস্থা গ্রহণ (মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা হার) গ. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থ বজায় রেখে জমি চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদে উৎসাহিতকরণ (মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা হার) ঘ. চাষ ব্যবস্থা সমন্বয় ও মনিটরিং এর জন্য জমির ব্যবহারকারী / মালিকদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন (সংশ্লিষ্ট ব্লকে সমলয়ভিত্তিক কমিটি)	- - - -	৫% ৫% ৫% ১টি	১০% ১০% ১০% ১টি	২৫% ২৫% ৩০% ১টি	এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণ, ছবি, পরিদর্শন, প্রতিবেদন	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জমির মালিক
১১	**৬.৪ গবেষণা ও উন্নয়ন:** ক. অঞ্চল ও ফসলভেদে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও আত্তীকরণ (সংখ্যা) খ. সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা, শিক্ষা এবং স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়করণ (সমন্বয়ক বিএআরসি) ৬.৪.১ অঞ্চল ও ফসলভেদে লাগসই যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা উৎসাহিতকরণ (সংখ্যা) ৬.৪.২ ক. গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণের (পিএইচডি) সুযোগ সৃষ্টি (সংখ্যা) খ. আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন (সংখ্যা) গ. আধুনিক ল্যাবরেটরিতে যন্ত্র স্থাপন (সংখ্যা)	৩৫ সমন্বয়ক বিএআরসি ৬ ১০ ৩ ১৫	৪০ - ১০ ১৫ ৫ ২০	৫০ - ১৫ ২০ ৭ ২৫	৭০ - ৪০ ৩০ ১০ ৪০	প্রতিবেদন, সংখ্যা, ছবি, তালিকা, প্যাটেন্ট সার্টিফিকেট, মান টেস্টিং সার্টিফিকেট, কারিকুলামি ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, ATI, PTI, VTI, TSC ও বেসরকারি সংস্থা

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬.৪.৩ ক. গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণা করতে হবে (সংখ্যা)	২০	২৫	৩০	৫০		
	খ. স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে (সংখ্যা)	২৫	৩০	৪০	৬০		
	৬.৪.৪ ক. উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবন (সংখ্যা)	৪	৬	১০	১৫		
	খ. উদ্ভাবিত যন্ত্র ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ (সংখ্যা)	৪	৬	১০	১৫		
	৬.৪.৫ গবেষকদের যন্ত্রের মেধাস্বত্ব প্রদান করা (সংখ্যা)	৩	৫	৮	১৫		
	৬.৪.৬ ক. কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য গবেষণা, স্থানীয় উৎপাদন শিল্প এবং বিপণন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ (সংখ্যা)	-	১০	১৫	৩০		
	(১) গবেষক ও উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্র বিপণনের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রে প্রদর্শন করা (সংখ্যা)	২০০	২৫০	৩৫০	৫০০		
	(২) কৃষি যন্ত্রের বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা (সর্বনিম্ন ১ বছর/৬মাস) (সময়)	-	১ বছর	১ বছর	১ বছর		
	খ. সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে গবেষণাখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ						
	(১) শিল্প উদ্যোক্তাদের নিজস্ব গবেষণা সেল গঠন (সংখ্যা)	৫	৮	১২	১৬		
	(২) শিল্প উদ্যোক্তাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ (সংখ্যা)	-	১	৩	৫		
	৬.৪.৭ কৃষি যন্ত্রপাতির মান উন্নয়ন, গবেষণা ও মান নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান						
	(১) মান উন্নয়ন ও গবেষণা (সংখ্যা)	২০০	২২০	২৫০	৩০০		
	(২) মান উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	-	২	৫	১০		
	(৩) যন্ত্রের মান যাচাইয়ে আধুনিক ল্যাব স্থাপন (সংখ্যা)	৩	৫	৭	১০		
	৬.৪.৮ গবেষণায় যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও চালকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা						
	(১) কারখানায় কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (মোট উপকরণের শতকরা হার)	১০%	২০%	৫০%	১০০%		
	(২) দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রণোদনা (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত)	-	-	-	-		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬.৪.৯ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সাথে কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন ও সংযোজনে যৌথ ব্যবস্থাপনা বা অংশীদারিত্বমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ						
	ক. যৌথ ব্যবস্থাপনা বা অংশীদারিত্বে স্থাপিত কারখানার সংখ্যা	-	১	২	৪		
	৬.৪.১০ যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম টেকসই এর নিমিত্ত্ব কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে (ATI, PTI, VTI, TSC) কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষাদান (সংখ্যা)	২	৩	৪	৪		
১২	**৬.৪.১১ জমিতে সার, কীটনাশক ও সেচের পানির পরিমিত ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ:**					প্রতিবেদন, ছবি, তালিকা ও পরিদর্শন রিপোর্ট	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
	ক. দানাদার সার প্রয়োগের যন্ত্র উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	২	৩	৪	৫		
	খ. দেশীয়ভাবে কীটনাশক ছিটানো যন্ত্র উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	৩	৪	৫	৬		
	গ. সেচের পানির সুব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের পরিমাপক ডিভাইস উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	১	২	৩	৪		
	ঘ. ভূমির বন্ধুরতা অনুযায়ী ড্রিপ, স্প্রিংকলার সেচ প্রবর্তণকরণ (সংখ্যা)	১	২	৩	৪		
	ঙ. পানির মাঠ অপচয় হ্রাসে AWD পদ্ধতি ব্যবহারে পাম্প মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ (সেচের জমির শতকরা হার)	বরেন্দ্র প্রকল্প এলাকা	১০%	১৫%	২৫%		
	চ. সেন্সর বেইজড সেচ ব্যবস্থাপনা (সেচের জমির শতকরা হার)	-	১০%	১৫%	২৫%		
১৩	**৬.৪.১২ গবেষণা ও নীতি প্রণয়নে তথ্য ভান্ডার:**					প্রতিবেদন, ছবি, তালিকা ও পরিদর্শন রিপোর্ট	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
	ক. মাঠ চাহিদা জানার জন্য কৃষক পর্যায় থেকে যন্ত্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (সংখ্যা)	২	৩	৫	১০		
	খ. বছরভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতির শুমারী প্রস্তুতকরণ ও তথ্যভান্ডার তৈরি (সংখ্যা)	-	১	১	২		
	গ. তথ্যভান্ডার তৈরিতে ডিএই ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত সেল গঠন (সংখ্যা)	-	১	১	১		
	ঘ. মাঠ পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রের অবস্থা জানার জন্য কৃষি যন্ত্র সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা (সংখ্যা)	-	১	১	২		
	৬.৪.১৩ কৃষি যন্ত্রের গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ (যন্ত্রের শতকরা হার)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪	**৬.৫ কৃষি যন্ত্র উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ:**					সরকারি পরিপত্র, কাস্টমস এর ছাড়পত্র	কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন এবং আমদানিকারক কোম্পানি
	৬.৫.১ কৃষি যন্ত্রপাতি শিল্পে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে গণ্য করা (শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা নাই	-	-	-		
	ক. কৃষি যন্ত্রপাতি শিল্পে কৃষি পণ্যের ন্যায় ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ (সুদের হার)	৯%	৪%	৪%	৪%		
	খ. কৃষি যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ (যে সকল যন্ত্রাংশ দেশে তৈরি সম্ভব নয়) ও কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক সুবিধা নিশ্চিতকরণ (শুল্ক হার)	১১%	১%	১%	১%		
	গ. উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং ট্যারিফ কমিশনের সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন (সংখ্যা)	-	১	১	১		
	ঘ. ফসল উৎপাদনকে যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন/সংযোজন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা প্রদান (সংখ্যা)	-	১০	২৫	৫০		
	৬.৫.২ স্থায়ীভাবে উৎপাদিত যন্ত্রাংশের গুণগতমানের জন্য মূলধনী যন্ত্র ক্রয়ে যুক্তি সংগত আমদানি কর নির্ধারণ:					সরকারি পরিপত্র/ গেজেট, ব্যাংকের অনুমোদন, দর্শনীয় অবকাঠামো পরিদর্শন	কৃষি মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন, অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান এবং আমদানিকারক কোম্পানি
	ক. স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের মূলধনী যন্ত্র ক্রয়ে ব্যাংক ঋণের (সুদের হার) ব্যবস্থা প্রদান	-	৪%	৪%	৪%		
	খ. স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান	-	৮০%	৬০%	৪০%		
	গ. স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদানকারী উদ্যোক্তাদের যৌথ ব্যবহারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন (সংখ্যা)	১	৪	৮	১০		
	৬.৫.৩ ক. কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী ও সংযোজন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশে আমদানি শুল্ক রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা।	১%	১%	১%	১%	পরিপত্র, রেয়াতি সংক্রান্ত কাস্টমস এর ছাড়পত্র, যন্ত্রাংশের তালিকার এসআরও	কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন এবং আমদানিকারক কোম্পানি
	খ. দেশীয় মানসম্মত যন্ত্রাংশ ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।						
	(১) দেশীয় উদ্যোক্তাদের জন্য আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা (শুল্ক হার)	১১%	১%	১%	১%		
	(২) বিদেশী যন্ত্র আমদানিকারকদের জন্য আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা (শুল্ক হার)	১১%	১১%	১১%	১১%		
	গ. বর্তমান নির্ধারিত রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্ত যন্ত্রাংশের তালিকা বৃদ্ধিকরণ (সংখ্যা)	২৫	৩৫	৪৫	৬০		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬.৫.৪ স্থানীয় যন্ত্র উৎপাদকদের এ শিল্প বিকাশের স্বার্থে রেয়াতি সুবিধা প্রদান:						
	ক. যন্ত্র প্রস্তুতকারকগণ কাঁচামাল আমদানিতে সরকারি শুল্ক দেওয়ায় উৎপাদিত যন্ত্রাংশের বিক্রয় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট রেয়াতি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা	১০%	১%	২%	৪%		
	খ. দেশীয় কৃষি যন্ত্র উৎপাদন কারখানায় বিদ্যুৎ রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা (শতকরা হার)	-	২০%	২০%	১০%		
	গ. একই যন্ত্র দেশীয়ভাবে উৎপাদন খরচ ও আমদানিকারককে শুল্ক নির্ধারণ দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিষয়টি যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করা হবে (যৌক্তিকভাবে নির্ধারিত)	-	-	-	-		
	৬.৫.৫ দেশে কৃষি যন্ত্রপাতি সংযোজন শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে:					কাস্টমস এর ছাড়পত্র, ছবি, তালিকা, দর্শনীয় অবকাঠামো	কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন এবং আমদানিকারক কোম্পানি
	ক. সংযোজন কারখানা স্থাপনে দেশী বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে (সংখ্যা)	-	২	৪	৬		
	খ. সংযোজন কারখানায় মানসম্মত দেশীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।	-	৩০%	৫০%	৮০%		
	৬.৫.৬ কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার আমদানির সাথে সাথে পুনঃসংযোজিত (Refurnish) যন্ত্র আমদানি করার সুযোগ দেওয়া যাবে	-	১০%	১৫%	৩০%		
	ক. পুন: সংযোজিত যন্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মান ঘোষণা করতে হবে (মটরযানের ন্যায় আবশ্যকমতো)	-	-	-	-		
	খ. পুন: সংযোজনের ক্ষেত্রেও বিক্রোত্তর সেবার জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে হবে (মটরযানের ন্যায়-বাধ্যতামূলক)	-	-	-	-		
	৬.৫.৭ (ক) কৃষি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী এলাকাকে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে (সংখ্যা)	-	২	৪	৬		
	খ) প্রস্তাবিত শিল্পাঞ্চলে বিশেষায়িত উদ্ভাবনী উচ্চতর সেবা কেন্দ্র/ফ্যাসিলিটি সেন্টার সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা বৃদ্ধি (সংখ্যা)	-	২	৫	১০		
	৬.৫.৮ (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্টিল প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হতে সুলভমূল্যে প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ	-	-	-	-		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	খ) নিজ দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার ক্ষেত্রে উভয় ইন্ডাস্ট্রিকে সরকারিভাবে কর রেয়াতের সুবিধা	৭.৫%	৫%	৫%	৫%		
১৫	**৭.০ প্রিসিশন এগ্রিকালচার** মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা পরিমাপক ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উপকরণ ও পরিমাপক যন্ত্র প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ।					প্রতিবেদন, কাস্টমসের ছাড়পত্র, তালিকা, পরিদর্শন ও ছবি।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও আইটি প্রতিষ্ঠান
	৭.১ প্রিসিশন এগ্রিকালচার সহায়ক যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ	-	১০০%	৮০%	৫০%		
	৭.২ সরকারি/ বেসরকারিভাবে কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রিসিশন এগ্রিকালচার সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণ	-	২০%	৩০%	৪০%		
	৭.৩ স্থানীয়ভাবে প্রিসিশন এগ্রিকালচার সহায়ক যন্ত্রপাতির/প্রযুক্তি উদ্ভাবন (সংখ্যা)	-	৫	১০	২৫		
১৬	**৮.০ নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার** কৃষিতে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট শক্তির ২০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌর, বায়োগ্যাস ও বায়ু) ব্যবহার উদ্যোগ গ্রহণ:					প্রতিবেদন, ছবি, তালিকা ও পরিদর্শন	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বিএমডিএ, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা ও পাওয়ার সেল, ইডকল, বিদ্যুৎ বিভাগ
	৮.১ সেচ কাজে সৌর শক্তির পাম্প ব্যবহার উৎসাহিতকরণ	০.২%	১৫%	২০%	৩০%		
	৮.২ সবজি ও ফল শুকানোর জন্য সোলার ড্রায়ার ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ	০.৫%	১৫%	২০%	৩০%		
	৮.৩ সোলার সিস্টেম ব্যবহার করে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসাহিতকরণ	-	১৫%	২০%	৩০%		
	৮.৪ উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদের জন্য গ্রিনহাউজ পদ্ধতিতে সৌরশক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ	৫%	১৫%	২০%	৩০%		
	৮.৫ কৃষি ও শিল্পের বর্জ্য থেকে জৈবসার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন উৎসাহিতকরণ	৫%	১৫%	২০%	৩০%		
	৮.৬ সৌর ও বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জাতীয় গ্রিডে যুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	-	১৫%	২০%	৪০%		
	৮.৭ কৃষি কাজে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নীতিমালা (সংখ্যা) (সূত্রঃ Power System Master Plan. 2016)	-	১	১	১		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭	**৯.০ সংরক্ষণশীল কৃষি (কনজারভেশন এগ্রিকালচার)** সংরক্ষণশীল কৃষির মাধ্যমে মাটির উর্বরতা, আর্দ্রতা রক্ষা, উৎপাদন খরচ ও ব্যয় সাশ্রয়ী, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়:					প্রতিবেদন, ছবি, তালিকা ও পরিদর্শন, ব্যাংকের ডকুমেন্ট	কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
	৯.১ উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান	১%	১০%	২০%	৪০%		
	৯.২ এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	২০০	৫০০	১০০	৩০০০		
	৯.৩ এ পদ্ধতির চাষাবাদে কর্তন পরবর্তী ফসলের অবশিষ্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যন্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নয়ন (সংখ্যা)	২	৩	৬	১০		
	৯.৪ এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ ও ভূমি ক্ষয়রোধ উপযুক্ত যন্ত্র প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন (সংখ্যা)	২	৩	৫	৮		
	৯.৫ সংরক্ষণশীল চাষ সংশ্লিষ্ট কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধিতে আর্থিক প্রণোদনা, ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	-	৪%	৪%	৪%		
	৯.৬ সংরক্ষণশীল চাষাবাদে পানি সাশ্রয় সংশ্লিষ্ট ডিভাইস বা ডিজিটালাইজ পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ (সংখ্যা)	-	২	৪	৬		
	৯.৭ কনজারভেশন এগ্রিকালচারাল পার্ক	১	৪	১০	১৪		
১৮	**১০.০ বিশেষ অঞ্চলভিত্তিক যান্ত্রিকীকরণ** **১০.১ হাওর অঞ্চল** হাওরে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল, বন্যা, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে শস্যহানির ঝুঁকি বিদ্যমান। সময়মতো শস্য আহরণের নিমিত্ত হাওর অঞ্চলে দ্রুত কৃষি যান্ত্রিকীকরণে পদক্ষেপ নিম্নরূপ:					প্রতিবেদন, তালিকা, ছবি, পরিদর্শন ও দর্শনীয় অবকাঠামো প্রতিবেদন, তালিকা, ছবি ও পরিদর্শন	কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), বিএডিসি, বিএমডিএ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
	১০.১.১ শস্য বীজ বপন, ফসলের চারা রোপণ, শস্য কর্তন, মাড়াই ও শুকানোর জন্য এলাকা উপযোগী যন্ত্রের দ্রুত সম্প্রসারণের নিমিত্ত অত্র অঞ্চলে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান	৭০%	৭০%	৭০%	৬০%		
	১০.১.২ হাওর নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ফসল মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণে সুউচ্চ অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	-	৬৫	৫৫০	১২০০		
	১০.১.৩ হাওরে কৃষিযন্ত্র ও পণ্য পরিবহনে উপযুক্ত পরিবহন সড়ক নির্মাণ (কি:মি:)	২৫০	৫০০	১৫০০	২৮০০		
	১০.১.৪ হাওর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়ে যন্ত্র সেবা উদ্যোক্তা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ	১০%	৩০%	৫০%	৭০%		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	১০.২ উপকূলীয় ও চর অঞ্চল অত্র অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলমগ্নতা, জলোচ্ছ্বাস, মাটি পানির লবণাক্ততার কারণে কৃষি শস্য ঝুঁকিপূর্ণ। অত্র এলাকার শস্য বিন্যাস অনুযায়ী যন্ত্র নির্বাচন ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ						
	১০.২.১ উপকূলীয় চর অঞ্চলের মাটি পানির বৈশিষ্ট্য ও ফসলের ধরণ অনুযায়ী সহজে বহনযোগ্য যন্ত্র উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	৪	৬	৮	১২		
	১০.২.২ দূর্যোগপ্রবণ হওয়ায় এলাকার কৃষির উন্নয়নে বর্ধিতহারে যন্ত্র সরবরাহ ও উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধিকরণ	৭০%	৭০%	৭০%	৬০%		
	১০.২.৩ অত্র এলাকার কৃষি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিবন্ধিত সমবায়ভিত্তিক খামার গঠন এবং উক্ত খামারে নূন্যতম হারে ঋণ সুবিধা ও প্রদানের ব্যবস্থা	-	৪%	৪%	৪%		
	১০.২.৪ অত্র অঞ্চলে চাষযোগ্য ফসল (মুগ, তিল, সূর্যমুখী, ভুট্টা, সয়াবিন, তরমুজ) উৎপাদনে লাগসই যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ (সংখ্যা)	৪	৬	৮	১২		
	১০.২.৫ অত্র অঞ্চল দূর্গম হওয়ায় কৃষি যন্ত্র ও পণ্য পরিবহন উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৫০	৫০০	১৫০০	২৮০০		
	১০.৩ পাহাড়ি ও বরেন্দ্র অঞ্চল মাটির গঠন, সেচ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী এ অঞ্চলের ফসল চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ						
	১০.৩.১ মাটির ধরণ, বন্ধুরতা, পানির প্রাপ্যতা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সহজে বহনযোগ্য লাগসই যন্ত্র উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	৩	৫	১০	২০		
	১০.৩.২ কৃষি কাজ পরিচালনায় দুর্গম এলাকায় প্রয়োজনীয় শক্তি হিসেবে সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ (মোট পাওয়ারের শতকরা)	১%	২০%	৩০%	৫০%		
	১০.৩.৩ অত্র এলাকায় সেচ পানির স্বল্পতার লাগসই সেচ সাশ্রয়ী যন্ত্র প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার) যন্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ (মোট সেচের শতকরা)	-	২০%	৪০%	৬০%		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	১০.৩.৪ সেচ কাজের নিমিত্ত অত্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ (মোট সেচের পানির শতকরা)	৫%	৩০%	৫০%	৭০%		
	১০.৩.৫ দুর্গম হওয়ায় কৃষি যন্ত্র ও পণ্য চলাচল উপযোগী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (কিলোমিটার)	৫৫০	৮০০	১২০০	১৫০০		
	১০.৩.৬ পাহাড়ি অঞ্চলে ফসল মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণে কমন সেবা অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	-	৬	২৬	৬০		
	১০.৩.৭ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অত্র অঞ্চলের কৃষকদের বর্ধিতহারে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান (শতকরা হার)	৫০%	৭০%	৬০%	৫০%		
	১০.৩.৮ অত্র এলাকার মাটি গঠন, বন্ধুরতা ও সেচ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী বৃহৎ উদ্যান ফসল খামার সৃষ্টিতে কম সুদে ঋণ প্রদান ও অধিক হারে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (সুদের হার)	৯%	৪%	৪%	৪%		
১৯	**১১.০ মান পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন**					পরিপত্র, দর্শনীয় অবকাঠামো, জাতীয় সংসদ ও আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন, ছবি, তালিকা, সার্টিফিকেট	কৃষি, শিল্প ও আইন মন্ত্রণালয়, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় ও এক্রিডিটেশন বোর্ড
	১১.১ যন্ত্রপাতির মান পরীক্ষার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদি সহজলভ্যকরণ এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে নানামুখী সহায়তা (আর্থিক) প্রদান	-	৫০%	৪০%	৩০%		
	১১.২ ক) মান যাচাইয়ে সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থা (ডিএই), গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন (সংখ্যা)	৩	৫	৬	৬		
	খ) ল্যাব পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদি প্রাপ্তিতে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ (সংখ্যা)	৬	৮	১২	২০		
	গ) ল্যাব পরিচালনায় দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ (ব্যাচ সংখ্যা)	১০০	১৫০	২০০	৫০০		
	ঘ) প্রত্যয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে এক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন অনুমোদন (আইন প্রণয়ন)	-	-	-	-		
	১১.৩ মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যন্ত্র প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি (সংখ্যা)	-	১০০	২০০	৫০০		

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০	**১২.০ সমন্বয় ও সহযোগিতা** ১২.১ যন্ত্র প্রস্তুতকারক, গবেষক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যহারকারীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ (সমন্বয় কমিটি গঠন) ১২.২ সমন্বিত, সমলয় ও সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ সম্প্রসারণ, গবেষণা, প্রস্তুতকারক ও উদ্যোক্তাদের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ (সমন্বয় কমিটি গঠন ও টার্গেট নির্ধারণ) ১২.৩ কৃষি যন্ত্রের শিল্প বিকাশে স্থানীয় প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক ও বিপণন ব্যবস্থার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে শুল্ক/কর আরোপের ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় বৃদ্ধি (আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি) ১২.৪ সেবা প্রদানের প্রয়োজনে কৃষি যন্ত্রপাতি রাস্তায় চলাচল ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় সড়ক পরিবহন কর্তৃক পক্ষের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ (সমন্বয় কমিটি গঠন)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	পরিপত্র, কর্ম পরিকল্পনা, ডকুমেন্ট, সভার কার্যবিবরণী	কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা, যন্ত্র ভাড়া প্রদানকারীর সমিতি, সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শাসন
২১	**১৩.০ যুবশক্তির অংশগ্রহণ** ১৩.১ ও ১৩.২ যান্ত্রিক চাষাবাদ জ্ঞান নির্ভর হওয়ায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত যুব শক্তির অংশগ্রহণ প্রণোদনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক উদ্যোক্তা, সার্ভিসিং, ওয়ার্কশপ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ (মোট জনবলের শতকরা হার) **১৪.০ নারীর অংশগ্রহণ** ১৪.১ শিল্পোন্নত বাংলাদেশে কৃষিতে হ্রাসকৃত পুরুষের শ্রমস্থলে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (মোট জনবলের শতকরা হার) ১৪.২ কৃষিতে নারীর ব্যবহার উপযোগী নিরাপদ কৃষি যন্ত্রের উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	২০% ৫% ৫	৩০% ২০% ৭	৫০% ৩০% ১০	৭০% ৫০% ২০	তালিকা, ছবি, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা

ক্র. নং	নীতিমালা অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল			লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্ণায়ক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	২০৪১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	**১৫.০ নিরাপদ ব্যবস্থাপনা** যন্ত্র চলাচলে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অদক্ষ যন্ত্র চালক এবং যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান অংশের প্রোটেকশন ব্যবস্থা					ছবি, তালিকা, পরিদর্শন	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা
	১৫.১ দেশীয়ভাবে যন্ত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নারী বান্ধব পরিচালনা ব্যবস্থা বিবেচনায় রাখা	১০%	৩০%	৫০%	৭০%		
	১৫.২ যন্ত্র সরবরাহের সময় ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সতর্কীরণ (প্রত্যেক যন্ত্রের জন্য)	-	১ সেট	১ সেট	১ সেট		
	১৫.৩ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ (প্রত্যেক যন্ত্রের জন্য)	-	১টি	১টি	১টি		
২৩	**১৬.০ বিনিয়োগ** **১৬.** (ক) স্থানীয় ও আমাদানিকৃত যন্ত্রের দেশীয় মানসম্মত শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উপযুক্ত বিনিয়োগের নিমিত্ত ঋণ সুবিধার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি (সুদের হার)	৯%	৪%	৪%	৪%	ব্যাংক ঋণ প্রদানের ডকুমেন্ট, আয়কর বিবরণী, কৃষি যন্ত্র বিক্রয়ের চালান	কৃষি ও অর্থ মন্ত্রণালয়, এনবিআর ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান
	১৬.(খ) কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প থেকে অর্জিত মুনাফার উপর আয়কর রেয়াত যুক্তিসংগত হারে প্রদান	-	৮০%	৮০%	৮০%		
	১৭.০ ব্যাংক ঋণ **১৭.১** স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির নিমিত্ত উচ্চ মূল্যের মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করণ (সুদের হার)	৯%	৪%	৪%	৪%	ব্যাংক ঋণ প্রদানের ডকুমেন্ট, আয়কর বিবরণী, কৃষি যন্ত্র বিক্রয়ের চালান	
	১৭.২ কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষি খাতের মোট ঋণের একটি অংশ কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নির্ধারণ (মোট মূল্যের)	-	২০%	২০%	২০%		

৭.০ নীতিমালা বাস্তবায়নে কর্মপরকিল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও সমন্বয়

এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে। স্থানীয় উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমকে টেকসই করার নিমিত্ত শিল্পোদ্যোক্তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে। দক্ষ কারিগরি জনবল সন্নিবেশিত করা হবে। কারিগরি ডিপ্লোমা সৃষ্টিতে কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে সংশ্লিষ্ট পেশার শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি সমন্বয় ও মনিটরিং কাঠামো থাকবে। মনিটরিং কাঠামো পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশিত হলো।

৮.০ অন্যান্য প্রাধিকার

এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামত চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছিল। বিদ্যুৎ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মতামত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় গ্রাহক পর্যায়ে ক্ষেত্র বিশেষে সুদের হার ৪% থেকে ১০% পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ কর্মপরিকল্পনায় কৃষক পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুদের হার ৪% প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামত কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রিসিশান এগ্রিকালচার, কৃষি যন্ত্রে জ্বালানি দক্ষতার বিষয়গুলো এ কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.০ উপসংহার

গ্রামীণ শ্রমিকের বহুমুখী কর্মক্ষেত্র তৈরি ও অধিক আকর্ষণীয় পেশায় স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের কৃষি যন্ত্র নির্ভর বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। টেকসই যান্ত্রিকীকরণের এ পথ পরিক্রমায় সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারের 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষাপটে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালার আলোকে প্রণিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-১: কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	যান্ত্রিক কার্যক্রম	কৃষি যন্ত্রায়নের লক্ষ্যমাত্রা (%)			
		২০২১ (ভিত্তি বছর)	২০২৫	২০৩০	২০৪১
১	জমি তৈরি	৯৫	৯৬	৯৮	১০০
২	সেচ	৯৫	৯৬	৯৮	১০০
৩	শস্য রোপণ	০.৫	১০	৩০	৬০
৪	শস্য বপন	৩	১০	২৫	৭৫
৫	সার প্রয়োগ	১	১০	২৫	৭৫
৬	আগাছা নিড়ানো	২	১০	২৫	৫০
৭	স্প্রেয়িং	৯০	৯৫	৯৭	১০০
৮	শস্য কর্তন (ধান ও গম)	৮	২০	৫০	৮০
৯	ভুট্টা কর্তন	০	৫	১০	৬০
১০	আলু রোপন ও উত্তোলন	২	১০	৩০	৮০
১১	ফল পাড়া	০	১০	৩০	৮০
১২	শস্য মাড়াই	৭৫	৮৫	৯০	৯৫
১৩	শস্য ঝাড়াই	২০	৩০	৫০	৮০
১৪	ড্রাইং/শস্য শুকানো	২	৫	৩০	৫০
১৫	শস্য সংরক্ষণ	১০	২০	৪০	৮০
১৬	আখ প্লান্টার ও হারভেস্টার	০	১০	২০	৬০
১৭	পাট কর্তন ও প্রক্রিয়াকরণ	০	১০	২০	৭০
১৮	ফসল (ধান,গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, মসলা) ভাঙ্গানো	৯৭	৯৮	১০০	১০০
১৯	নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার	২	১০	৩০	৫০
২০	প্রিসিশন প্রযুক্তির ব্যবহার	০	৫	১০	৫০

পরিশিষ্ট-২: কৃষি যন্ত্রপাতির অবস্থা ও ২০২৫, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের প্রক্ষেপণ

ক্রমিক নং	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	কৃষি যন্ত্রের সংখ্যা			
		২০২১ (ভিত্তি বছর)	২০২৫	২০৩০	২০৪১
১	কৃষি কাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন	২৮,০০,০০০	২৮,৫০,০০০	২৯,০০,০০০	৩০,০০,০০০
২	পাওয়ার টিলার	৭,৫০,০০০	৮,০০,০০০	৮,৩০,০০০	৯,০০,০০০
৩	ট্রাক্টর	৬০,০০০	৭০,০০০	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
৪	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	১,১২০	২,০০০	১০,০০০	৪০,০০০
৫	সিডার	১০,০০০	১২,০০০	১৬,০০০	২৫,০০০
৬	বেড প্লান্টার	৪,০০০	৫,০০০	৮,০০০	১০,০০০
৭	দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১,৮০০	২,৫০০	৪,০০০	১০,০০০
৮	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১৮,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০
৯	স্প্রেয়ার	১৫,০০,০০০	১৫,৫০,০০০	১৬,০০,০০০	১৭,০০,০০০
১০	গভীর নলকূপ	৩৬,৫০০	৩৭,৫০০	৩৮,০০০	৩৯,০০০
১১	অগভীর নলকূপ	১৫,৫০,০০০	১৫,৮০,০০০	১৬,০০,০০০	১৭,০০,০০০
১২	শক্তি চালিত পাম্প	১৬৭০০০	১৮০০০০	২০০০০০	২২০০০০
১৩	সোলার পাম্প	৩২০০	১০০০০	৫০০০০	১০০০০০
১৪	কম্বাইন হারভেস্টার	৬,০০০	১৫০০০	৩০০০০	৫০০০০
১৫	উইডার	২৫০০০০	২৮০০০০	৩৫০০০০	৪০০০০০
১৬	রিপার	৮০০০	১২০০০	১৫০০০	২৫০০০
১৭	জুট রিবনার	৪০০০০	৫০০০০	৭৫০০০	১০০০০০
১৮	ওপেন ড্রাম থ্রেসার	১৫০০০০	২০০০০০	২৫০০০০	৩০০০০০
১৯	ক্লোজড ড্রাম থ্রেসার	২২০০০০	২৭৫০০০	৩০০০০০	৩৫০০০০
২০	ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র	৪৮,৫০০	৫০০০০	৬০০০০	৭৫০০০
২১	আখ মাড়াই যন্ত্র	৫০,০০০	৫৫০০০	৬০০০০	৭০০০০
২২	উইনোয়ার	২০০০	৩০০০	৪৫০০	৬০০০
২৩	ড্রায়ার	৫০০	৫০০০	৩০০০০	৫০০০০
২৪	ফসল (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, মসলা) ভাঙ্গানো যন্ত্র	৩০,০০০	৩২০০০	৩৫০০০	৪০০০০
২৫	স্ট্র চপার	১,৫০,০০০	২০০০০০	৩৫০০০	৫০০০০

পরিশিষ্ট-৩: মনিটরিং কাঠামো

ক্রমিক নং	সূচক	বেইজ লাইন ২০২২	টার্গেট ২০৩০	MOV (মিনস অব ভেরিফিকেশন)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	জমি চাষ (পাওয়ার ট্রিলার, ট্রাক্টর দ্বারা)	৯৫%	১০০%	• যন্ত্রভিত্তিক ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ • মৌসুমভিত্তিক ব্যবহারযোগ্য (সচল) যন্ত্রের সংখ্যা • সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের মাঠে ব্যবহৃত কর্মদক্ষতা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কউন্সিলভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনএআরএস), যন্ত্র প্রস্তুতকারক/ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.	সেচের আওতায় জমির পরিমাণ	৭২%	৮০%		
৩.	শস্য রোপণ (রাইস ট্রান্সপ্লান্টার)	০.৫%	৫%		
৪.	ফসল কর্তন (কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ধান ও গম কর্তন)	৮%	৫০%		
৫.	শস্য মাড়াই (পাওয়ার থ্রেসার)	৭৮%	৯০%		
৬.	শস্য শুকানো (ড্রায়ার)	২%	৫%		
৭.	কীটনাশক ব্যবহারে যান্ত্রিকীকরণ	৯০%	১০০%		
৮.	কৃষিযন্ত্র সার্ভিসিং এর দক্ষ প্রতিষ্ঠান	৫০%	৮০%		
৯.	সোলার এনার্জি দ্বারা পরিচালিত সেচ যন্ত্র	০.২%	২৫%		
১০.	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান	৮০০টি	৯০০টি	• বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি জনবলের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা। • প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিক মূলধনি যন্ত্র তথা সিএনসি মেশিন, হিট ট্রিটমেন্ট মেশিন, লেজার কাটার ইত্যাদি থাকা। • যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের কেমিক্যাল উপাদানসমূহ যথাযথ থাকা।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরসহ গঠিত জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও তদারকি কমিটি
১১.	কৃষি যন্ত্রপাতি ফাউন্ডারী প্রতিষ্ঠান	৭০টি	১০০টি		
১২.	কৃষি যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান	২০০০টি	২৫০০টি		

পরিশিষ্ট-৪: 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	পদ
১	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;	আহ্বায়ক
২	সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন;	সদস্য
৩	সদস্য পরিচালক (বিএআরসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;	সদস্য
৪	পরিচালক (গবেষণা ও আইসিটি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর;	সদস্য
৫	পরিচালক (প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;	সদস্য
৬	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্ট হার্ভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;	সদস্য
৭	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;	সদস্য
৮	পরিচালক (কৃষি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট;	সদস্য
৯	পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;	সদস্য
১০	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প;	সদস্য
১১	উপসচিব, নীতি- ৫ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়;	সদস্য
১২	প্রেসিডেন্ট/প্রতিনিধি, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (AMMA-B);	সদস্য
১৩	প্রেসিডেন্ট/প্রতিনিধি, ফাউন্ড্রি ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ;	সদস্য
১৪	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ/বাস্তবায়ন), সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট-৫: 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা'র খসড়া চুড়ান্তকরণের জন্য গঠিত উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	পদ
১	জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়;	সভাপতি
২	মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা;	সদস্য
৩	প্রফেসর ড. মো. মঞ্জুরুল আলম, ফার্ম পাওয়ার এন্ড মেশিনারি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ;	সদস্য
৪	জনাব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবুল, যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৫	জনাব মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন, যুগ্মসচিব (পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৬	ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্ট হার্ভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর;	সদস্য
৭	ড. মোঃ দুররুল হুদা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খামার যান্ত্রিকীকরণ ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর;	সদস্য
৮	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শেখ, উপপ্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা;	সদস্য
৯	জনাব শরীফ মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব